156

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JUL 5 ... 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪ .....

কলারোয়ায় কলেজ প্রতিষ্ঠার হিড়িক একই থানায় ৯টি কলেজ ?

কলারোয়া (সাতক্ষীরা) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কলারোয়ায় কলেজ প্রতিষ্ঠার হিড়িক পড়েছে। ২ লাখ জনঅধ্যুষিত কলারোয়ায় সরকার স্বীকৃত ৪টি কলেজে প্রয়োজনীয় ছাত্র-ছাত্রী পাচ্ছে না। তারপরে আরো ৫টি কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে।

জানা গেছে, কলারোয়া থানায় ১২টি ইউনিয়ন। উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত বেত্রাবতী কলারোয়া থানাকে ২ ভাগে ভাগ করেছে। এর পশ্চিম পাশে ৬ ইউনিয়ন এবং পূর্ব পাশে ৬ ইউনিয়ন। এই পশ্চিমের সীমান্তবর্তী ৬ ইউনিয়নে সরকার স্বীকৃত ৪টি কলেজ রয়েছে। পশ্চিম পাশের গোপিনাপুর ইউনিয়নে সরকারী কলেজ ও বঙ্গবন্ধু মহিলা কলেজ এবং হেলাতলা ইউনিয়নে আমানুল্যাহ কলেজ। সম্প্রতি এই তিনটি স্বীকৃত কলেজ নবগঠিত কলারোয়া পৌরসভার ভিতর পড়েছে। এ ছাড়া পশ্চিম পাশের সীমান্ত ইউনিয়ন কেড়াগাছির বোয়ালিয়া কলেজিয়েট হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ভারত সীমান্তবর্তী সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়নে সোনার বাংলা কলেজ ও চন্দনপুর ইউনিয়নে চন্দনপুর কলেজ স্থাপনের প্রক্রিয়া চলছে। এ ছাড়া বেত্রাবতীর পশ্চিম পাশের কেরালকাতা ইউনিয়নের কাজীর হাটে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে। আর বেত্রাবতীর পূর্ব পাশে দেয়াড়া ইউনিয়নে সলিমপুর কলেজ ও জয়নগর ইউনিয়নে সরসকাঠি কলেজ স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

তবে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, '৯৮ সালে কলারোয়ায় ৬শ' জন এসএসসি পাস করে। এর মধ্যে ৩শ' সরকারী কলেজে ভর্তি হয়। সদরের অপর দুই স্বীকৃত কলেজে বাকী ৩শ' ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়। ফলে সদরের দু'কলেজে শিক্ষার্থী সংকট রয়েছে। এদিকে কলারোয়া থেকে সীমান্তবর্তী বোয়লিয়া কলেজিয়েটের দূরত্ব ৫ মাইল এবং সোনাবাড়ীয়া সোনার বাংলা কলেজের দূরত্ব ৪ মাইল। আর সোনার বাংলা কলেজ থেকে বোয়ালিয়া কলেজিয়েটের দূরত্ব মাত্র ২ মাইল এবং সোনার বাংলা কলেজ থেকে কাজিরহাট কলেজের দূরত্ব মাত্র ৩ মাইল এবং চন্দনপুর কলেজের দূরত্ব ৫ মাইল।

এদিকে পূর্বে পাশ করে বসে থাকা লোকজন ও মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি দেখায়ে নতুন কলেজ স্থাপনের কাজ চলছে।